৩১তম সংখ্যা | অক্টোবর-ডিসেম্বর | ২০১৮

ত্রৈমাসিক আমিক বার্তা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, হেলথ সেক্টরের মুখপত্র

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে পড়াশুনার চাপ কমানো জরুরি

সাভার ও সাতক্ষীরা এলাকায় মিশনের
পেপসেপ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম

এছাড়াও অন্যান্য ইস্যু

হেলথ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সাভার ও সাতক্ষীরা এলাকায় মিশনের পেপসেপ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ডাম স্বাস্থ্য সেক্টর প্রধান এবং সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়র মহোদয়

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর কর্তৃক পরিচালিত ও দাতা সংস্থা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের-আর্থিক-সহযোগিতায় বাস্তবায়নাধীন "হেলথ এন্ড নিউট্রেশন ভাউচার স্কিম ফর পুওর, এক্সট্রিম পুওর এন্ড সোস্যালি এক্সক্লুডেড পিপ্‌ল (পেপসেপ)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার সাভার পৌরসভা এবং সাতক্ষীরা জেলা সদর পৌরসভা এলাকার দরিদ্র, হত দরিদ্র ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির উন্নয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর সময়সীমায় বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করা হয়।

সাতক্ষীরাতে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর এবং পরামর্শ সভা ঃ

১২ ডিসেম্বর' দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং সাতক্ষীরা পৌরসভাকে তামাকমুক্ত একটি মডেল পৌরসভা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের আয়োজনে সাতক্ষীরা পৌরসভা ও ঢাকা আহছানিয়া মিশনের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর এবং পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সাতক্ষীরা পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথী ছিলেন মোঃ তাজকিন আহমেদ চিশতি, মেয়র, সাতক্ষীরা পৌরসভা। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা জেলা সদরের সরকারি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার ওনার্স এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, সাধারণ সম্পাদক, পৌরসভার প্যানেল মেয়র, সচিব ও কাউন্সিলরবৃন্দ, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুজ্জামান, প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাসহ এবং খ্রিস্চিয়ান এইডের প্রতিনিধি রোখসানা রহিম ও রুবায়েত রেজা খান।

সাভার উপজেলায় কনসালটেশন সভা ঃ

২ ডিসেম্বর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে কনসালটেশন সভা সাভার উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্স মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আমজাদুল হক। এছাড়া সভায়

সাভারে কনসালটেশন সভা

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন পৌরসভার প্রতিনিধি, স্থানীয় বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক ও প্রতিনিধিবৃন্দ এবং উক্ত প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ।

সার্ভিস প্রোভাইডার বাছাইকরণে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন ঃ

স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে থেকে সেবা প্রতিষ্ঠান বাছাইকরণের জন্য সরকারি-বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি করে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করা হয় এবং এর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ে সাভার এলাকায় ২৯টি এবং

বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন...

সম্পাদকীয়

আমাদের স্বাস্থ্যের অন্যতম অংশ মানসিক স্বাস্থ্য। আর মানসিক স্বাস্থ্য যদি ভালো থাকে তাহলে মানুষের জীবনের নিয়ম নীতিগুলোর ছন্দপতন ঘটে না। অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গুরুত্ব আমাদের সবার কাছে অনেক কম। আর তাই মানসিক স্বাস্থ্য বা মনের যত্নের বিষয়ে আমরা অনেকটাই উদাসীন। গবেষনায় প্রমাণিত যে ৫০% মানসিক রোগের লক্ষন ১৪ বছর বয়সের মধ্যেই দেখা যায় আর ২৪ বছর বয়সের মধ্যে ৭৫% মানসিক রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। অথ্যাৎ মানসিক স্বাস্থ্যে সমস্যাটি তৈরি হচ্ছে কিশোর বয়স থেকেই এবং পরবর্তীতে তরুণ বয়সে পৌছানোর সময়টাতে এই সমস্যাটি হয়ে উঠে আরো বেশি প্রকট। মনের যত্ন অথ্যাৎ মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিতে প্রতিবছর ১০ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়। এ বছরের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো 'পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য'। অর্থ্যাৎ তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ঠিক করা হয়েছে। তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ, আর এর সাথে যখন 'পরিবর্তনশীল বিশ্ব' শব্দ যুক্ত হয় তখন এর পরিধির গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। তরুণদের সবসময় চারপাশের পরিবেশ আর প্রতিবেশ এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হয়। আর তখন তারুণ্যের ভাবনা চিন্তা তার ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার আচরণের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু পারিবরিক প্রত্যাশা, নিজ লক্ষ্যে পৌছানো, ব্যাক্তিগত সম্পর্কের জটিলতা সবকিছু নিয়ে বর্তমান সময়ে তরুণদের নানা ধরনের প্রতিকুল ও জটিল মানসিক সমস্যার মধ্যদিয়ে অতিবাহিত হতে হয়। আর এই প্রতিকুল পরিবেশেও কিছু মানুষ দক্ষতার সাথে দৈনন্দিন সকল বাধা মোকাবেলা করে। আবার কিছু মানুষ প্রতিকূল পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে না। এই না পারার সমস্যাটি একটা সময়ে সে নিজের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হিসেবে মেনে নিয়ে নিজেকে ব্যর্থ মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে। এবং এই ব্যর্থতা মেনে নিয়ে চলার দক্ষতা না থাকার কারোণে কখনও আত্নহত্যা আবার কখনও মাদকের মতো ভয়ংকর সমস্যার সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৮ বছরের শিশু-কিশোরদের প্রায় ১৮ শতাংশ মানসিক রোগে ভুগছে। এর মধ্যে শূন্য দশমিক ৮ শতাংশ মাদকাসক্ত। মস্তিকের দ্রুত বৃদ্ধি, ত্রুটিপূর্ণ জেনেটিক বৈশিষ্ট্য, আর্থসামাজিক পরিবেশ ইত্যাদির জটিল মিথস্ক্রিয়া এর জন্য দায়ী বলছেন বিশেষজ্ঞগণ। কৈশোর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক সময়কাল যেহেতু যেকোনো মানসিক রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়, কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মানসিক রোগের তীব্রতা হ্রাস করা বা প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে। এক্ষেত্রে পরিবারের অভিভাবকদের যেমন গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল পর্যায়ে তরুণদের প্রতি দিতে হবে বিশেষ গুরুত্ব। এবং এই বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের পেশাজীবিদের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তরুণ ও কিশোরদের জন্য মাদক ও তামাক বিরোধী বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজন করে। এরই ধারাবাহিকতায় মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কেন্দ্র মনোযত্নের মাধ্যমে এ বছর মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ক্যাম্প, উক্ত পেশায় নিয়োজিতদের নিয়ে সেমিনার এবং মিশন পরিচালিত মাদক নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়।

পরিশেষে বলা যায় তরুণসমাজ ভবিষ্যতের মূল চালিকাশক্তি, অভিভাবক, নেতা ও দেশের নীতিনির্ধারক। তাই আমাদের সকলকে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় সহায়তা করতে হবে তাহলে এর সুবিধা পাবে আমাদের অর্থনীতি ও সমাজ।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

৯ম বর্ষ
৩১তম সংখ্যা
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮

সম্পাদক
কাজী রফিকুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মোঃ মোখলেছুর রহমান
মোঃ মনিরুজ্জামান
ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নিজাম উদ্দীন
উম্মে জান্নাত

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

২য় পৃষ্ঠার পর সার্ভিস প্রোভাইডার বাছাইকরণে ওয়ার্কিং ...

সাতক্ষীরা এলাকায় ৩২টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে প্রাথমিক জরিপ কাজ করা হয়।

সার্ভিস প্রোভাইডারদের সাথে ওয়ান টু ওয়ান আলোচনা ঃ স্থানীয় বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগস্টিক সেন্টারগুলির সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে প্রকল্পে অর্ন্তভূক্তিকরণে প্রকল্প এলাকা সাভারে ১০টি এবং সাতক্ষীরায় ২০টি ক্লিনিক ও ডায়াগস্টিক সেন্টারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে দাতা সংস্থা,বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও প্রকল্প নীতিমালা, নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ওয়ার্ড স্টেকহোল্ডার কমিটি গঠন ঃ প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২টি পৌরসভা এলাকার ১৮টি ওয়ার্ডে স্থানীয় জন প্রতিনিধিসহ সামাজিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে ১৮টি ওয়ার্ড স্টেকহোল্ডার কমিটি গঠন করা হয়েছে।

পকেট সিলেকশন ও উপকারভোগী তালিকাভূক্তিকরণ ঃ প্রকল্প এলাকার ১৮টি ওয়ার্ডে পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও উপকারভোগীদের ধরন বিশ্লেষণ করে স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটির সহায়তায় সাভারে ৩১টি এবং সাতক্ষীরাতে ৬৩টি মোট ৯৪টি দরিদ্র পকেট চিহ্নিত করা হয়েছে। এ তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে উভয় এলাকার ৪০জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদেরকে ৪০টি ট্যাব প্রদান করা হয়।

কমিউনিটি সচেতনতা কার্যক্রম ঃ কমিউনিটির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক উঠান বৈঠক ও ভিডিও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য উক্ত সময়ে ২টি পৌরসভার ১৮টি ওয়ার্ডে ১৬২টি উঠান বৈঠক ও ৫০টি ভিডিও শো-প্রদর্শন করা হয়েছে।

উঠান বৈঠক

প্রকল্পের প্রচারণামূলক উপকরণ বিতরণ ঃ

এছাড়াও উক্ত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের সচেতনামূলক প্রচারণামূলক উপকরণ বিতরণ করা হয়।

সাতক্ষীরা পৌরসভার মেয়রের হাতে প্রচারণামূলক উপকরণ তুলে দিচ্ছেন সাতক্ষীরার এরিয়া ম্যানেজার

গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে আলোচনা সভা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ইউপিএইচসিএসডিপি প্রকল্প, ডিএনসিসি পিএ-০৫ এর উদ্যেগে প্রতি মাসে ক্লিনিক পর্যায়ে এবং স্যাটালাইট পর্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের নিয়ে গর্ভকালীন সচেতনতামূলক এএনসি ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ৪৮টি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পগুলোতে চিকিৎসকগণ গর্ভবতী মায়েদের প্রসব পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, ঝুকি এবং করনীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করে গর্ভবতী মা এবং তাদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ। আলোচনা শেষে স্বল্প মূল্যে এবং বিনামূল্যে ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসাসেবা ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়।

আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সেবা কর্মিদের ফাউন্ডেশন ট্রেইনিং

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশিক্ষকগণ

মায়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের জন্য সরকারের পাশাপশি ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করছে।

ধারাবহিক স্বাস্থ্য সেবার অংশ হিসেবে ৬ ডিসেম্বর থেকে তিন দিন ব্যাপি স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের ফাউন্ডেশন ট্রেইনিং পরিচালনা করা হয়। আইইএইচএইচআর প্রকল্পের আওতায় চিকিৎসক, নার্স, মিড ওয়াইফ, মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট, ল্যাব টেকনিশিয়ান ও ফ্যামিলি প্লানিং কাউন্সিলরসহ ৩৬ জন স্টাফ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন উপ-পরিচালক, ফ্যমিলি প্লানিং, কক্সবাজার, ডাঃ পিন্টু কান্তি ভট্টাচার্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ, ক্লিনিক ম্যানেজার ডাঃ নায়লা পারভিন, প্রকল্পের টিম লিডার মোঃ মনিরুজ্জামান, এমসিডাব্লুসি, কক্সবাজার ডাঃ সোমা চৌধুরী এবং ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশের প্রটেকশন স্পেশালিস্ট মোঃ সাইফুল ইসলাম সুমন।

উখিয়া উপজেলার ৬টি ক্যাম্পে ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশের, ডিএফআইডি ও ইউএনওপস এর আর্থিক সহযোগিতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর এই কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মুন্সিগঞ্জে দরিদ্র পরিবারের মাঝে ৬০০ গাছের চারা প্রদান

৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস এর যৌথ উদ্যেগে আয়োজিত হেনা আহমেদ হাসপাতাল, আলমপুর, হাঁসাড়া, মুন্সিগঞ্জ-এ পারিবারিক বনায়ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জ হাঁসাড়া ইউনিয়নের ৪টি গ্রামের ২০০ দরিদ্র পরিবারকে বিনামূল্যে ০৩টি করে (আম, লেবু ও পেয়ারা) মোট ৬০০টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লায়ন ইকবাল মাসুদ, সাবেক সভাপতি, লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস ও স্বাস্থ্য বিভাগ প্রধান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন পিডিজি লায়ন্স শেখ আনিসুর রহমান এছাড়াও এই প্রোগ্রামে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের অন্যান্য সদস্যরা, হেনা আহমেদ হাসপাতালের কনসালটেন্ট ডাঃ নায়লা পারভীন ও মেডিকেল অফিসার ডাঃ বাকিরউল ইসলাম খান ও অন্যান্য স্টাফগণ। গাছের চারা প্রদানের পাশপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বাউল সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়।

গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের পুরস্কার প্রদান

মাদক বিরোধী কার্যক্রমে অসামান্য অবদানের জন্য লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস থেকে পুরস্কার অর্জন করলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠান এডিকশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইন্টিগ্রেটেড কেয়ার (আমিক)। লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের জেলা গভর্নর লায়ন্স হাবিবা হাসান পিএমজিএফ জেলা ৩১৫ এ-২ এর কাছ থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে পুরস্কারের ক্রেস্ট গ্রহণ করেন স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান। উল্লেখ্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সভা, মেডিকেল ক্যাম্প, বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ, মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক সাইকেল র‍্যালীসহ বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করেছে।

অনুষ্ঠানের অতিথির কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ডাম সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে পড়াশুনার চাপ কমানো জরুরি

"শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান পড়াশুনার চাপ কমানো জরুরি। এছাড়াও সামাজিক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করা দরকার'। ১৫ অক্টোবর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী "মনোযত্ন কেন্দ্র"-এর উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

তারা বলেন, কমিউনিটি বা সামাজিক মানসিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র কাউন্সেলর ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম সমন্বয়কারী আমির হোসেন।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অসংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডাঃ মোঃ রিজওয়ানুল করিম শামীম, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ডাঃ হেলাল উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান মজুমদার এবং সেন্টার ফর ল এন্ড পলিসি এ্যাফেয়ারস-সিএলপিএ-এর সেক্রেটারি এ্যাডভোকেট সৈয়দ মাহাবুবুল আলম। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক

মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের আলোচনা সভা

ড. এসএম খলিলুর রহমান। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী "মনোযত্ন কেন্দ্র"-এর উদ্যোগে ৫ দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। যার মাঝে ছিলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফ্রি কাউন্সেলিং ও সাইকোলজিকাল এ্যাসেসমেন্ট ক্যাম্প, মিশনের ৩টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ঢাকা, গাজীপুর ও যশোরে পারিবারিক সভা এবং সর্বশেষ আলোচনা সভা প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য দিবসকে কেন্দ্র করে আয়োজিত প্রোগ্রামের সমাপ্তি করা হয়।

আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে কাউন্সেলিং ও সাইকোলজিক্যাল এ্যাসেসমেন্ট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

ফ্রি কাউন্সেলিং ও সাইকোলজিক্যাল এ্যাসেসমেন্ট সেবা প্রদান করছেন কাউন্সেলরগণ

"পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য"এই প্রতিপাদ্যে ২০১৮ এর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন করা হয়। এই দিবসকে কেন্দ্র করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী "মনোযত্ন কেন্দ্র" এর উদ্যোগে ১০ই অক্টোবর আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্রি কাউন্সেলিং ও সাইকোলজিক্যাল এ্যাসেসমেন্ট ক্যাম্প আয়োজন করা হয়। ক্যাম্পটিতে ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকরাও স্বতর্স্ফুতভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ৩৭ জনকে ফ্রি কাউন্সেলিং এবং ৪০ জন কে সাইকোলজিক্যাল এ্যাসেসমেন্ট সেবা প্রদান করা হয়। ক্যাম্পটিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৫ জন কাউন্সেলর মোঃ আমির হোসেন, আবিদা সুলতানা, ফাইরুজ জিহান, মাহমুদুল হাসান চকদার এবং আশরাফুল বারী সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সেবা প্রদান করেন। এছাড়াও ক্যাম্পে একটি তথ্য প্রদানের বুথ রাখা হয় যেখানে শিক্ষার্থীদের মাদকের ভয়াবহতা এবং মানসিক স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ে তথ্য প্রদান এবং তাদের মাঝে সচেতনতামূলক তথ্য সম্বলিত লিফলেট প্রদান করা হয়।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনে পারিবারিক সভা

"পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য" এই স্লোগানে এ বছর পালন করা হয় বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। এই দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে ১২ অক্টোবর আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে, ১৩ ই অক্টোবর যশোরে এবং ১১ অক্টোবর ঢাকা নারী কেন্দ্রে "তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যে মাদকের প্রভাব ও বর্তমান প্রেক্ষাপট" এই বিষয়ে পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়।

গাজীপুর কেন্দ্রের সভায় শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ আজিজুল হাকিম। সভায় মূল বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় নিরাময় কেন্দ্রের আবাসিক মনোচিকিৎসক, ডাঃ মোঃ রাহেনুল ইসলাম। "তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যে

বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনে পারিবারিক সভা ...

গাজিপুর কেন্দ্রের সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন মনোচিকিৎসক ডা. মোঃ রাহেনুল ইসলাম

মাদকের প্রভাব ও বর্তমান প্রেক্ষাপট" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন কেন্দ্রের সিনিয়র কাউন্সেলর মাহমুদুল হাসান চকদার। এরপর আলোচ্য বিষয়ে আলোচনা করেন ডাম, আইআরএসওপি প্রকল্পের কাউন্সেলর মোঃ আশরাফুল বারী এবং আলোচনা করেন কেন্দ্রের কাউন্সেলর মোঃ মাইদুল ইসলাম। সবশেষে চিকিৎসা নিয়ে দীর্ঘদিন সুস্থ আছেন এমন একজন রিকভারী নিজের সুস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ আজিজুল হাকিম।

১৩ অক্টোবর **যশোর** কেন্দ্রে আয়োজিত সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন আহ্‌ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কেন্দ্র ব্যবস্থাপক মোঃ আমিরুজ্জামান (লিটন)। এরপর "তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যে মাদকের প্রভাবঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট" বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন যশোর কেন্দ্রের কাউন্সেলর মোঃ আবু হাসান মন্ডল। সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন যশোর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, যশোরের সহকারী অধ্যাপক মনোচিকিৎসক ডাঃ মোঃ আমিনুর রহমান। এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন মনোচিকিৎসক ডাঃ মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং আলোকিত বাংলাদেশ ও সমাজের কথা প্রত্রিকার যশোর প্রতিনিধি মোঃ তবিবুর রহমান।

যশোর কেন্দ্রে পারিবারিক সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন মনোচিকিৎসক ডা. মোঃ আমিনুর রহমান

১১ অক্টোবর ঢাকা নারী কেন্দ্র আয়োজিত পারিবারিক সভাটি ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন, হেলথ সেক্টরের ট্রেনিং রুমে আয়োজন করা হয়। সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের সমন্বয়কারী মোঃ আমির হোসেন। "তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যে মাদকের প্রভাবঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট" এই বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন নারী কেন্দ্রের কাউন্সেলর আবিদা সুলতানা। মূল বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আলোচক ছিলেন মনোচিকিৎসক, ডাঃ আক্তারুজ্জামান সেলিম, মনোচিকিৎসক ডাঃ মুনতাসীর মারুফ এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশনের ইউপিএইচসিএসডিপি ডিএনসিসি পিএ-৫ প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহফিদা দীনা রুবাইয়া। সভাটি সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অফিসার উম্মে জান্নাত।

উল্লেখ্য কেন্দ্র ৩টির পারিবারিক সভায় অংশগ্রহণকারী ছিলেন চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদগণ এবং এই সেবার সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবীগণ।

কারাবন্দীদের কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন আইআরএসওপি প্রকল্পের মাধ্যমে কারাবন্দীদের পুনর্বাসনে ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কারাভ্যন্তরে ও কারাগারের বাইরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের সনদপত্র প্রদান করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ৪টি কারাগারের ১১৯জন কারাবন্দী প্রশিক্ষণার্থীকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার জন্য সনদ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণগুলোর মধ্যে ছিল ঢাকা

অনুষ্ঠানের অতিথির কাছ থেকে সনদপত্র গ্রহণ করছেন একজন প্রশিক্ষণার্থী

বাকী অংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৮ম পৃষ্ঠার পর কারাবন্দীদের কারাভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সনদপত্র বিতরণ

কেন্দ্রীয় কারাগারে ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে হস্তশিল্প (পাট) ও আসবাব তৈরি, কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ বেতের আসবাব তৈরি এবং কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাটের হস্তশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণগুলোর সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলখানার সিনিয়র জেল সুপার, অন্যান্য কর্মকর্তা এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মকর্তাগণ।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং অনুষ্ঠিত

নারী কেন্দ্রে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং

আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। এই প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতায় ২৮ ডিসেম্বর যশোর কেন্দ্রে পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। কাউন্সেলিং প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল মাদকাসক্তি চিকিৎসা সম্পর্কে অভিভাবকদের মনোসামাজিক শিক্ষা প্রদান। এই কাউন্সেলিং প্রোগ্রামে ১০জন রোগীর পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। যশোর কেন্দ্রের কাউন্সেলর মোঃ আবু হাসান মন্ডল গ্রুপ কাউন্সেলিং পরিচালনা করেন।

একইভাবে ১৭ নভেম্বর ঢাকা নারী কেন্দ্রে "প্যারেন্টিং" এর ওপর পারিবারিক গ্রুপ কাউন্সেলিং এর আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রের কাউন্সেলর আবিদা সুলতানা এবং ফাইরুজ জিহান গ্রুপ কাউন্সেলিং পরিচালনা করেন। উক্ত কাউন্সেলিং প্রোগ্রামে ৮জন চিকিৎসারত রোগীর পরিবারের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাতক্ষীরায় মাদক বিরোধী সাইকেল র‍্যালি

তরুণদের মাঝে মাদক বিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি করতে ৫ নভেম্বর সাতক্ষীরা জেলায় সরকারি খানবাহাদুর আহছানউল্লা কলেজ রোভার গ্রুপের আয়োজনে মাদক বিরোধী সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সাইকেল র‍্যালিতে উক্ত কলেজের শিক্ষার্থী ও রোভার স্কাউটের প্রায় ৩০০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। উক্ত র‍্যালি প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ছিলো লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং চেতনা। র‍্যালি প্রোগ্রামে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রধান ইকবাল মাসুদ ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিসের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাইকেল র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সাথে অতিথিগণ

শেষ হলো মাদকাসক্ত চিকিৎসায় নিয়োজিত পেশাজীবীদের ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেনশিয়ালিং এ্যান্ড এডুকেশন অব এ্যাডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং-এর সর্বশেষ দু'টি কারিকুলামের সমাপ্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োযিতদের জন্য "কেস ম্যানেজমেন্ট ফর এ্যাডিকশন প্রফেশনালস" ও "এথিকস ফর এ্যাডিকশন প্রফেশনালস" বিষয়ক প্রশিক্ষণটি ৪ নভেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের নিজস্ব ভবনে আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য

বাকী অংশ ৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

৮ম পৃষ্ঠার পর শেষ হলো মাদকাসক্ত চিকিৎসায় নিয়োজিত ...

সেক্টরের প্রধান এবং কলম্বো প্লানের গ্লোবাল মাস্টার ট্রেইনার ইকবাল মাসুদ অংশগ্রহণকারীদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন সমাপনী অনুষ্ঠানে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা সেবার সাথে সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কলম্বো প্ল্যানের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রেডেন্টশিয়ালিং এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস (আইসিসিই)-ট্রেনিং এন্ড ক্রেডেন্টশিয়ালিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে যার কর্তৃক বাংলাদেশে এ্যাপ্রুভড এডুকেশন প্রভাইডার হিসেবে স্বীকৃতি পায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রশিক্ষকগণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র পরিদর্শনে কলম্বো প্লানের প্রতিনিধিগণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকাসক্তি চিকিৎসা পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে ১৬ ডিসেম্বর আইসিসিই গ্লোবাল মাষ্টার ট্রেইনার ফিলিপাইন থেকে মিরিয়াম পিকে, ভারত থেকে ফ্রান্সিস এবং মালয়েশিয়া থেকে, জায়নুদ্দীন কেন্দ্রে পরিদর্শন করেন। এ সময় গাজীপুর কেন্দ্রে বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে কেন্দ্রে আয়োজিত প্রোগ্রামে অতিথিগণ অংশগ্রহণ করেন। গাজীপুর কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় ডাম আইআরএসওপি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ আমির হোসেন এবং নারী কেন্দ্রের ফোকাল পার্সন উম্মে জান্নাত উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৭ ডিসেম্বর ঢাকা নারী কেন্দ্রে পরিদর্শন করেন ফিলিপাইন প্রতিনিধি মিরিয়াম পিকে।

গাজীপুর কেন্দ্র পরিদর্শনে কলম্বো প্লানের প্রতিনিধিগণ

কেস স্টাডি- পারভিনের ভালোলাগা

"কিশোরগঞ্জ থেকে তিন বাচ্চা ও স্বামীসহ ৪ বছর হলো ঢাহায় আইছি। স্বামীর ইনকাম নাই, চলাফেরা করে খাওয়াতে পারেনা। অসুখ হলে আরবান মেডিকেলের থোন সেবা পাই। আরবান মেডিকেলে বাচ্ছা হইছে কোন টেকা পয়সা লাগেনি। তিন বাচ্ছা, স্বামীর চিকিৎসা পাচ্ছি। কোন টেকা পয়সা লাগে না, ওষুধ ও দেয়"। কথাগুলো ৪ বৎসর আগে কিশোরগঞ্জ থেকে আসা পারভিনের।

চার সন্তানের জননী পারভিন, দারিদ্রতার কারণে তার বড় মেয়েকে ১১ বৎসর বয়সে কাজে দিয়েছে, সবার ছোট সন্তান যার বয়স ২ মাস ১৪ দিন তাকে তার বোনকে দিয়েছে। পারভিনের পরিবার ঢাকায় আসার পর থেকে ঢকা আহছানিয়া মিশন পরিচালিত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রকল্প ডিএনসিসি পিএ-৫ এর নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র-৩ হতে সেবা নিচ্ছে।

প্রকল্প হতে তাকে পারিবারিক স্বাস্থ্য কার্ড (রেড কার্ড) প্রদান করা হয়। তাই তার পরিবার সকল ধরনের সেবা বিনা মূল্যে পেয়ে থাকে। পারভিন বিনামূল্যে সেবা সম্পর্কে বলেন," আপারা অনেক ভালো সেবা দেয় এমন ক্লিনিক আরো হলে আরো ভালো হইবো"।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য

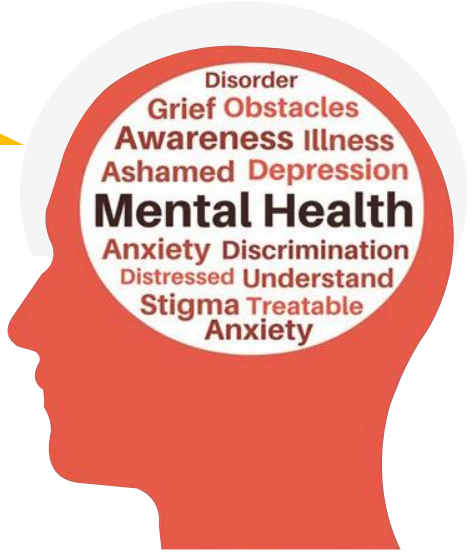

আগের সংখ্যার বাকী অংশ

মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দেশে এক লাখ জনসংখ্যার সাপেক্ষে মাত্র দশমিক পাঁচ (০.৫) জন মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী জনশক্তি রয়েছে। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সংখ্যা প্রায় ২৩০ জন, অর্থাৎ প্রতি এক লাখ জনের সাপেক্ষে চিকিৎসক রয়েছেন ০.৭৩ জন, ক্লিনিক্যাল সাইকলজিষ্ট ৬০ জন, অ্যাসিস্টেন্ট ক্লিনিক্যাল সাইকলজিষ্ট ২০০, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী ৫ জন এবং সহকারী শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী ও কাউন্সেলিং মনোবিজ্ঞানী ১৫০ জন। দেশে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় ইনস্টিটিউট রয়েছে মাত্র ১টি। রাজধানী ঢাকার এই ইনস্টিটিউটে ২শ' শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালও রয়েছে। দেশের একমাত্র মানসিক হাসপাতালটি পাবনায় অবস্থিত। ৫শ' শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালের শয্যা এক লাখ জনসংখ্যার জন্যে ০.৪টি। মাদকাসক্তি বিষয়ক চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে প্রায় ২৭০টি। এর মধ্যে মাত্র ৪টি সরকারি এবং বাকিগুলো বেসরকারি। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সরকারি খরচ স্বাস্থ্য বাজেটের মাত্র ০.৪৪ শতাংশ। যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টির সেবা এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মানুষের সেবায় ১৯৫৮ সাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে। ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত করে যাচ্ছে। বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবার বিভিন্ন কার্যক্রমের মাঝে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা উল্লেখযোগ্য। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিভিন্ন সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি ১৯৯০ সাল থেকে তামাক ও মাদকবিরোধী এবং এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এছাড়াও মাদক বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন সেবা দিয়ে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহযোগিতায় ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদক প্রতিরোধ ও মাদকদ্রব্যের ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম আরো জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৪ সাল থেকে আমিক মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। তাই জাতিসংঘ ঘোষিত অভীষ্ট লক্ষ্য ২০৩০ (এসডিজি) অর্জনে তরুনদের সুস্থ্য সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ও দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার বিকাশ ও মাদকাসক্তি চিকিৎসা আরও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে "মনের যত্ন নিন, উৎফুল্ল থাকুন এবং "মাদক থেকে দূরে থাকুন, মর্যাদাপূর্ণ জীবন গড়ুন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ মনোরোগ চিকিৎসক, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী ও মাদকাসক্তি বিষয়ক আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কাউন্সেলর এর সমন্বয়ে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পক্ষ থেকে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে "মনোযত্ন কেন্দ্র" নামে একটি মানসিক রোগের চিকিৎসা, মাদকাসক্তি বিষয়ক কাউন্সিলিং ও সাইকোথেরাপী সেবা প্রদান কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য মানসিকভাবে সুস্থ্য এবং মাদকমুক্ত সমাজ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মনে করে সুস্থ মানসিকতা তৈরি হলে অন্য সব অর্জনই সম্ভব। মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী সকল সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সহযোগীতায় বাংলাদেশে তরুণদের সর্বপোরী সকল জনগোষ্ঠীর মানসিক স্বাস্থ্য নিশ্চিতকল্পে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এগিয়ে যেতে চায়। তাই ২০৩০ সালের মধ্যে দেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবার আমূল উন্নয়নে ঢাকা আহছানিয়া মিশন সকলের সাথে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি তরুণ। তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে না পারলে সুস্থ জাতি গঠন সম্ভব হবে না। তরুণদের মধ্যে মানসিক রোগের লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসার আওতায় আনা উচিৎ নতুবা ব্যক্তিগত, আর আর্থ-সামাজিক ক্ষতি বেশি হবে। তাই তরুণদের মনের যত্ন নেয়া এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে ভালো রাখা খুব জরুরী। তরুণদের সঠিক মানসিক বিকাশে ও মাদকাসক্তি থেকে বিরত রাখতে করনীয় হল-

- পরিবারকে সঠিক নৈতিক শিক্ষার চর্চা করতে হবে। কারণ পরিবার থেকেই ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে।
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উৎক্ত্যত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষক, অভিভাবক ও জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে ও সচেতন হতে হবে
- মানুষের মধ্যে সহনশীলতা বাড়াতে হবে। যারা আমাদের মতো নয়, যারা ব্যতিক্রমী, তাদের অনেকের কাছে অস্বস্তিকর লাগলেও তাদেরকে নিয়ে আমরা কি করতে পারি তা ভাবতে হবে। খুব বেশী নির্দয় হয়ে উঠা যাবে না। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর উপর আমাদের প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে। তাহলে তাঁরাও জীবনের সাথে ভাল ভাবে খাপ খাওয়াতে পারবেন
- প্রযুক্তির সঠিক, সুষ্ঠু ও ইতিবাচক ব্যবহারে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক সচেতনতামুলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে
- দেশে দেশে হিংসা-হানাহানি, যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করতে হবে যাতে মনের উপর নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে
- কারো মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা দেখা গেলে, কেউ নিজের ক্ষতি নিজে করতে শুরু করলে, কেউ মানসিক চাপগ্রস্থ হলে, কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হলে তাঁকে দ্রুত চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে
- এমনভাবে তরুণদের সচেতন করে তুলতে হবে যাতে তাঁরা নিজেরা মানসিক রোগ প্রাথমিক পর্যায়েই বুঝতে পারেন। এমনটা হলে কি করতে হবে সে বিষয়েও মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। পরিবারের কি দায়ীত্ব হবে, বন্ধুজনের কি দায়ীত্ব, সমাজেরই বা কি দায়ীত্ব হবে সে সব বিষয়ে মানুষকে জানাতে হবে। এরপর অসুবিধা বেশী হলে দ্রুত চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসতে হবে
- মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি জাতিকে সচেতন করতে তরুণদের সমন্বয়ে জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্ল্যাটফর্ম তৈরী করতে হবে এবং সকল সচেতনতামূলক কাজে তরুণ ও যুবকদের সম্পৃক্ত করতে হবে
- সুস্থ বিনোদন ও সংস্কৃতি চর্চায় তরুণ সমাজকে অন্তর্ভুক্ত ও সুযোগ করে দিতে হবে
- মাদকের সহজলভ্যতা বন্ধ করা এবং দেশে মাদক প্রবেশের পথ বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও মাদকবিরোধী আইনের শক্তিশালী ও যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং পরিবারকে মাদকবিরোধী কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা এবং পারিবারিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে যুবসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করা।

পরিশেষে বলা যায় যে জাতির মানসিক স্বাস্থ্যের সুস্থ্যতা নিশ্চিত করা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যার গুরুত্ব নিশ্চিত করা গেলে টেকসই উন্নয়ন অভিযাত্রা এস ডি জি-২০৩০ এর শুধু ১টি লক্ষ্যই নয় সব লক্ষ্যগুলোই অর্জন করা সম্ভব হবে বলে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বিশ্বাস করে।

মোঃ আমির হোসেন
সিনিয়র কাউন্সেলর
স্বাস্থ্য সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

তামাকমুক্ত সাতক্ষীরা পৌরসভা কার্যক্রমের উদ্বোধন

১২ নভেম্বর সাতক্ষীরা পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে তামাকমুক্ত সাতক্ষীরা পৌরসভা কার্যক্রম উদ্বোধন বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আলোচনা সভার সভাপতি ও সাতক্ষীরা পৌরসভা প্যানেল মেয়র ফারাহ দীবা খান সাথী। সভার প্রথমে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সাতক্ষীরা পৌরসভার কাউন্সেলর শেখ শফিক-উদ-দৌলা (সাগর)। পরবর্তীতে সভায় তামাকের ক্ষতি এবং তামাকমুক্ত সাতক্ষীরা পৌরসভা কর্মসূচি বিষয়ে সচিত্র উপস্থাপনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান। সভায় আরো উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার ডাঃ জয়ন্ত কুমার এবং সাতক্ষীরা জেলার জেলা প্রশাসনের এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার আমিনুল ইসলাম। আলোচনা সভাটি যৌথভাবে আয়োজন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও সাতক্ষীরা পৌরসভা।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে সাতক্ষীরা পৌরসভা প্যানেল মেয়র ফারাহ দীবা খান সাথী বলেন, তামাকমুক্ত সাতক্ষীরা পৌরসভা গঠনে সকল সহযোগিতা করবে সাতক্ষীরা পৌরসভা। সবশেষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মোঃ মোখলেছুর রহমান সাতক্ষীরা পৌরসভা প্যানেল মেয়র ফারাহ দীবা খান সাথীর হাতে "আসুন তামাকমুক্ত সাতক্ষীরা গড়ি" প্ল্যাকার্ড তুলে দেয়ার মাধ্যমে সভা শেষ করেন।

তামাকমুক্ত সাতক্ষীরা পৌরসভা কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীগণ

নৌ-পরিবহন ও নৌ-বন্দরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা

২৯ অক্টোবর, ঢাকা নদী বন্দর সম্মেলন কক্ষে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায়, ঢাকা নদী বন্দর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ আয়োজিত "নৌ-পরিবহন ও নৌ-বন্দরে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে করণীয়" বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি সভা শেষে সভাপতি পাবলিক প্লেস হিসেবে ঢাকা নদী বন্দরে ধূমপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

উক্ত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান।

সভায় অংশগ্রহণকারীগণ

সভায় সভাপতিত্ব করেন, এ. কে. এম আরিফ উদ্দিন, যুগ্ম পরিচালক (পোর্ট), ঢাকা নদী বন্দর, বিআইডাব্লিউটিএ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উক্ত অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং উক্ত অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস প্রতিনিধিগণ। সভা শেষে তামাক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে লঞ্চের যাত্রীদের মধ্যে লিফলেট, স্টিকার বিতরণ করা হয়।

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র চূড়ান্তকরণ

তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ এর সহযোগিতায় ৯ অক্টোবর বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং উক্ত কর্মশালার মধ্যে দিয়েই চূড়ান্ত করা হয় কৌশলপত্রটি। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) মোঃ ইমরান। সভার সভাপতি বলেন, এসডিজি গোল ৩ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্তৃক মনিটরিং টিম গঠনের মধ্য দিয়ে কৌশলপত্রটি কার্যকর বাস্তবায়নের উদ্যেগ গ্রহণ করা হবে এবং সেই সাথে কৌশলপত্রের প্রেক্ষিতে সকল সংস্থা কর্তৃক একটি কর্মপরিকল্পনা গঠন করার জন্য চূড়ান্ত কৌশলপত্রটি অত্র মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সকল সংস্থার কাছে বিতরণ করা হবে।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং এই মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ, এছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, উপ-সচিব, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, প্রতিনিধি, সাভার পৌরসভা, নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির মহাসচিব, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস্ ও বিভিন্ন তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিগণ।

সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও পর্যটন) মোঃ ইমরান

কর্মশালায় তামাকমুক্ত হসপিটালিটি সেক্টর বাস্তবায়ন কৌশলপত্র খসড়া উপস্থাপন করেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর যুগ্ম সচিব, ইসরাত চৌধুরী। কর্মশালার শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোঃ মোখলেছুর রহমান। এছাড়াও কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমান।

সবশেষে এই কৌশলপত্রের কার্যকর বাস্তবায়ন ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তামাকমুক্ত করার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সভাপতি কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

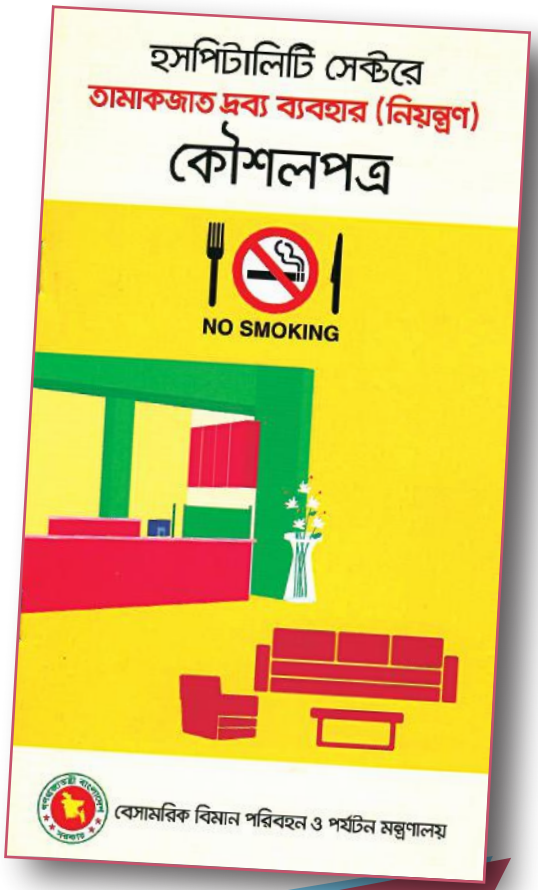

আমিক, বাড়ি-১৫২/ক, ব্লক-ক, সড়ক- ৬, পিসিকালচার হাউজিং, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৫৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৭৮২৬১৮৬৬১, ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, web: www.amic.org.bd, amdtc.org.bd